চিন্তন

বড়দিন : সকলের জন্য আলো ও আশার বার্তা

ফাদার সেবাস্টিয়ান জেমস

[২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্কে মাননীয় ফাদার প্রদত্ত 'ক্রিসমাস ইভ' বক্তৃতাটি ইনস্টিটিউটের ইংরেজি মুখপত্র *Bulletin*-এ প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যায়। এ-প্রবন্ধ সেটিরই পরিমার্জিত রূপ। অনুবাদ করেছেন **সুমনা সাহা**।]

'গসপেল'*-এর যে অনুচ্ছেদটি নিয়ে আজ আলোচনা করব, তাতে বড়দিনের উৎসবের পূর্ণাঙ্গ দিকটি উন্মোচিত হয়েছে (ম্যাথিউ ৫, ১৪-১৬) : ''তোমরাই জগতের আলো। যে-শহর রয়েছে পাহাড়চূড়ায়, তাকে লুকিয়ে রাখা যায় না। ঝোপের ভিতর লুকিয়ে রাখার জন্য কি লোকে আলো জ্বালে? বরং আলোটিকে একটি বাতিদানে রাখা হয়, ঘরের সকলকে সেটি আলো বিতরণ করে (১৫)। ঠিক সেইভাবে, তোমার অন্তর্জ্যোতি প্রজ্বলিত করো, যাতে অপরে তোমার সৎ কর্মগুলি দেখতে পায়। এইভাবে তোমার স্বর্গস্থ পিতাকে গৌরবান্বিত করো (১৬)।''

বড়দিনের অর্থ প্রত্যেকের জীবনে আশা ও আনন্দের সঞ্চার করা। ধরা যাক একজন ইঞ্জিনিয়ারের পরিবারে একটি শিশুর জন্ম হয়েছে। নবজাতককে দেখে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তিনি কি বলেন, ''এই বস্তুটি প্রায় বারো ইঞ্চি লম্বা, এর ওজন হয়তো দেড় কিলোর মতো, আর এর চামড়ার রং হল...'' ইত্যাদি? না, যে-মুহূর্তে তিনি শিশুটিকে দেখেন, তাঁর মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে। তার মানে ঈশ্বর প্রতিদিন আমাদের কাছে আসেন, আমাদের হাসতে বলেন, বলেন আমাদের 'আশা' আছে। ঈশ্বরে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আশা বেঁচে থাকে। জীবন নিত্য প্রবহমান, আমাদের তাকে সাজিয়ে তুলতে হবে।

এখন প্রশ্ন, প্রভু যিশু এক বিরাট ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করতেই পারতেন। তবে কেন তিনি দরিদ্র গৃহে জন্ম নিলেন? সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান ব্যক্তির

* ভগবান যিশুর জীবন-কাহিনি ও উপদেশ সম্বলিত বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট-এর প্রথম চারটি খণ্ডের প্রতিটিকে গসপেল বলা হয়।

সন্তানরূপে যদি যিশুর জন্ম হত, তাহলে নিশ্চয় সবকিছু অন্যরকম হত! কিন্তু তা তো হয়নি! শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাই ধরুন। অর্থ, শিক্ষা, আভিজাত্য—কিছুই ছিল না তাঁর। জীবদ্দশায় তাঁকে কজন চিনতে পেরেছিল?

অতএব এ-প্রশ্ন আমাদের মনকে পীড়া দেয় যে, কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিদরিদ্র পরিবারে অত্যন্ত সাধারণভাবে ঈশ্বর-অবতারের জন্ম হয়। আমি এর একটি উত্তর খুঁজে বের করেছি। যদি যিশু রাজপরিবারে জন্মাতেন, তাহলে আমরা তাঁর সম্বন্ধে সর্বদা এটাই ভাবতাম—এমনই তো হওয়ার কথা, কারণ তিনি রাজপরিবারের সন্তান। আমরা কি তাঁর মতো আচরণ করার কথা চিন্তা করতে পারি? কিন্তু যখন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের একটি শিশু বড় হয়ে বিরাট কিছু করে দেখায়, তখন আমাদের মনে প্রত্যয় জাগে যে, আমাদের পক্ষেও এমন কিছু করা সম্ভব।

ভগবান যিশুর জন্মচিত্র : 'দি নেটিভিটি'
শিল্পী : লোরেন্‌জো লোটো (১৫২৩)

আমাদের অত্যন্ত গর্বের বিষয়, আমরা ড. আবদুল কালামকে পেয়েছি। যখনই কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাই, আমরা বলে থাকি—ড. কালামের জীবন দেখুন। তিনি লেখাপড়া শুরু করেছিলেন একেবারে হতদরিদ্র পরিবার থেকে। প্রথমে বিরাট বিজ্ঞানী এবং অবশেষে ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে এই ঘটনা আমাকে ঈশ্বর-সন্নিধানে আসার প্রেরণা দেয়। হ্যাঁ, মানুষরূপে ঈশ্বর যদি বিনয়ী হতে পারেন, আশা জোগাতে পারেন, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি বিনয়ী থাকতে পারেন, তাহলে হয়তো আমিও তা পারব। আমার মনে হয়, যিশুর দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার এটি একটি কারণ। তিনি চরম দারিদ্র্যের মধ্যে, একটি আস্তাবলে ঘোড়ার বিচালির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি খ্রিস্ট হয়ে উঠলেন। তাই যখনই নিরাশা ঘিরে ফেলবে, আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরাও আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব। কোনও কোনও সময় সমস্যা, দুশ্চিন্তা আমাদের এমনভাবে ঘিরে ধরে যে মনে হয় সব কিছু বুঝি শেষ হয়ে গেল—এই সমস্যার কোনও সমাধান নেই, কোথাও কোনও আশার আলো নেই! ঠিক তখনই কেউ যেন এসে বলে, ''কেন দুশ্চিন্তা করছ? আশা আছে!'' ঠিক তেমন করে আমিও কি কারও জীবনে আশার আলো দেখাতে পারি না? আমি কি ওই আশার দূত হয়ে উঠতে পারি না? প্রশ্ন এটাই।

মানুষের জীবনে যিশুখ্রিস্টের দ্বিতীয় অনুপ্রবেশ কোনটি? বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে দেখি ভগবান এমন এক ব্যক্তি যিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান, একইসঙ্গে অতি ক্রুদ্ধ ও ভয়ংকর নিষ্ঠুর। এরপর সেখানে যিশুর অনুপ্রবেশ ঘটে। তখন থেকেই দৃশ্যপটের সম্পূর্ণ পরিবর্তন। যিশু বলছেন, ''তোমরা ভগবান সম্বন্ধে যা ভাবো, প্রকৃত অর্থে

তিনি তেমন নন। সত্যিকারের ভগবান তিনিই, যিনি অন্তিম কাল পর্যন্ত আমাদের ক্ষমা করেন, ভালবাসেন।" এই প্রসঙ্গে বাইবেলের সেই বিখ্যাত গল্প—'প্রডিগাল সন'-এর কথা মনে পড়ে। এক ধনী ব্যক্তির দুই ছেলে ছিল। ছোট ছেলেটি একদিন বাবাকে বলল, ''বাবা আমাকে আমার সম্পত্তির ভাগ বুঝিয়ে দিন।" ছেলের দাবিমতো বাবা সম্পত্তি দুভাগ করে দুজনকে দিয়ে দিলেন। ছোট ছেলে তার ভাগের সমস্ত টাকাকড়ি নিয়ে দূরদেশে চলে গেল। সেখানে স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপন করে এমন অবস্থায় পৌঁছল যে নিজের পেট চালাবার জন্য শূকর চরানোর কাজ নিতে হল। কালক্রমে সেই দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তখন দুমুঠো খাবার জোগাড়ও তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। তখন সে ভাবল, ''আমি খুব অন্যায় করেছি। বাবার কাছে ফিরে গিয়ে আমি ভুল স্বীকার করে বলব, 'আমি তোমার ছেলে হওয়ার যোগ্য নই, তুমি আমাকে তোমার চাকরদের একজন করেই তোমার কাছে রেখে দাও।' " এরপর সে বাড়ির পথ ধরল। একদিন সকালবেলায় যখন সে বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে, তার বাবা দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সবাইকে ডেকে বললেন, ''দেখো আজ আমার হারিয়ে যাওয়া ছেলে ফিরে এসেছে, চলো সবাই মিলে আনন্দ করি।" ঈশ্বরও এইরকম, আমরা যত অপরাধই করি না কেন, তিনি আমাদের ক্ষমা করে ভালবেসে কাছে টেনে নেন।

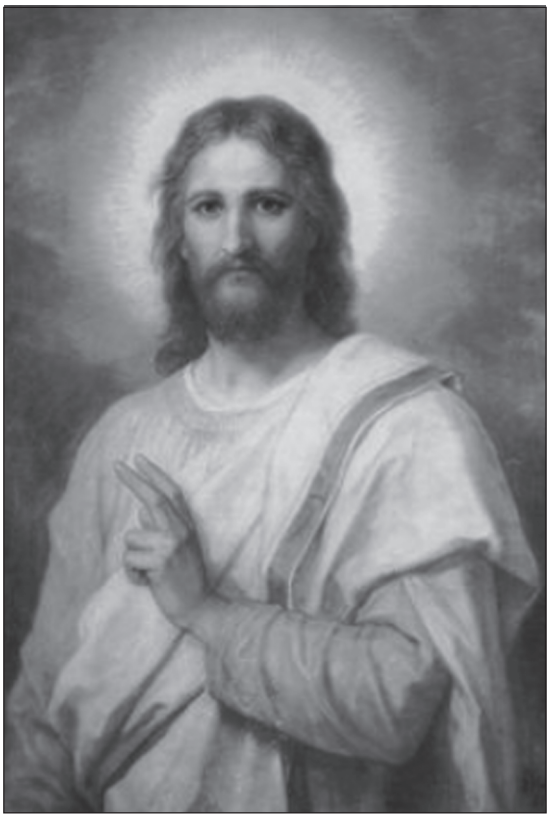

ভগবান যিশু, শিল্পী : হেনরিক হফম্যান

আজকাল অধিকাংশ ছেলেমেয়ে তাদের বাবা-মা-কে সংসার থেকে নির্বাসন দিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়। জীবনের শেষ কটা দিন তাঁরা এইভাবে পরিবার ছেড়ে বাইরে হোমে থাকতে বাধ্য হন! অথচ ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে পিতামাতার কোনও অভিযোগ নেই। কারণ তাঁদের ভালবাসার পিছনে কোনও শর্ত বা প্রত্যাশা থাকে না। এই হল যথার্থ ভালবাসা। এই ভালবাসার কথাই যিশু বলেছেন। আমরা যাই করি না কেন, যে-মুহূর্তে ক্ষমা চাইব, ক্ষমা পাব। ঠিক একইভাবে, কেউ ক্ষমাপ্রার্থী হলে আমাদেরও তৎক্ষণাৎ তাকে নিঃশর্তে ক্ষমা করতে হবে। এই হল যিশুখ্রিস্টের মূল বাণী।

এখন প্রশ্ন, আমি কি যিশুর মতো হতে পারি? যদি কেউ এমন প্রশ্ন করে, তাকে আশা দিয়ে বলতে হবে, দুহাজার বছর আগে অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। এখন সে-তুলনায় অবস্থা অনেক ভাল। কিন্তু,

সত্যিটা এই যে, আমরা যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব, এখনও পরিস্থিতি সেই একইরকম রয়েছে, কিংবা হয়তো আরও খারাপ হয়েছে। তবুও পরিবারে যেমন একটি নবজাতক শিশুর আগমনে আমরা হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা জানাই, ঠিক সেইভাবেই আমাদের উৎফুল্ল ভাব বজায় রাখতে হবে।

আমি জানি না, ঈশ্বর কেন বলেছেন, ''তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো''—কাজটি সত্যিই কঠিন। যখন ফ্ল্যাটের দরজা খুলে আমরা প্রতিবেশীকে ঝগড়াঝাঁটি করতে দেখি, তখন কি তাকে ক্ষমা করে দিয়ে মনের সুখে থাকতে পারি? অথবা পরিবারে একদা কোনও অশান্তির স্মৃতি আমাদের বহুদিন স্মরণে থাকে। কিন্তু ভুল করে যদি কোনও অপরিচিত ব্যক্তিকে আমরা ধাক্কা দিয়ে ফেলি, বা তার পা মাড়িয়ে ফেলি, আমরা বিনীতভাবে দুঃখপ্রকাশ করি। তখন সেই পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া অনেক সহজ হয়। সেইসব সময়ে আমরা অত্যন্ত নম্র আচরণ করি এবং ওই ব্যক্তির প্রতি দয়ার ভাব দেখাই। সেই মুহূর্তে আমাদের দেখে মনে হয় যেন দ্বিতীয় মাদার টেরেসা পথ চলছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই আমরাই হয়তো মা-বাবা-স্বামী-স্ত্রী বা ভাই—পরিবারের কারও সঙ্গেই মানিয়ে চলতে পারি না! তাই ঈশ্বর আজ আমাদের আহ্বান করে বলছেন, আমরা যেন আরও একটু প্রেমপূর্ণ ও উদার, আরও একটু আশাবাদী ও ক্ষমাশীল হয়ে উঠতে পারি।

প্রভু যিশু আমাদের এই পথে চলতে সাহায্য করেন কি না—এর উত্তরে আমার ব্যক্তিগত জীবনের কিছু ঘটনা বলব। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে—যখন আমি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলাম—সেই সপ্তাহটা আমার পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। কাজের চাপে আমার ভেসে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। সেন্ট জেভিয়ার্স-এর প্রার্থনাকক্ষে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় আমাকে বক্তৃতা দিতে হত। আমি নিজেকে প্রবোধ দিতাম এই বলে যে, বক্তৃতার পরে আমি নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নেব, যেহেতু আমি তখন তীব্র মাথার যন্ত্রণায় ভুগছিলাম। আমি বক্তৃতা শেষ করে প্রায় সাতটার সময় বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি, তখন একজনের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, ''আপনাকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। আমাকে কিছুক্ষণ সময় দেবেন কি?''

আমি সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে সময় দিতে মোটেই আগ্রহ বোধ করিনি। কিন্তু আমার পাদরির পোশাকটি আমাকে দিয়ে হাসিমুখে একটি সুন্দর মিথ্যা বলিয়ে নিল : ''হ্যাঁ, নিশ্চয়!'' কারণ কোনও কারণে আমার মনে হয়েছিল, ওই ব্যক্তির কথা শোনা উচিত।

তিনি বলেছিলেন, ''আমি আপনার সঙ্গে মাত্র পাঁচ থেকে দশ মিনিট কথা বলব!'' কিন্তু আমরা প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে কথা বললাম। তাঁর ধর্ম সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে যেগুলির উত্তর আমার জানা ছিল, সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে আমি তার উত্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু যেগুলির উত্তর আমার নিজেরই অজানা ছিল—যেমন 'এমনটা কেন হয়?' 'তেমনটা কেন ঘটে?'—সেক্ষেত্রে আমাকে 'না' বলতে হয়েছিল। প্রথমে তাঁর মুখে নির্জীব ভাব ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, ''স্যার, আপনি আমার দিকে একটি সত্যিকারের পরমাণু বোমা ছুঁড়ে দিয়েছেন। সত্যি বলতে কী, আজ সন্ধ্যায় আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে আমি এই গির্জা দেখতে পেয়ে ভাবলাম, এখানে কিছুক্ষণ বসি, তারপর যা করতে যাচ্ছিলাম তাই করব। আমার স্ত্রী ও ফুটফুটে একটি মেয়ে আছে। কোনও কারণে আমার মনে হচ্ছিল, আমি পথের একেবারে শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছি এবং এই জীবনের গল্পের

এখানেই ইতি টানব। কিন্তু এখন আমি বাড়ি ফিরে যাব। আমার স্ত্রীকে বলব, তাকে ও আমার মেয়েকে আমি ভালবাসি—আর তাদের জন্যই আমি বাঁচব!"

আমি যেন বজ্রাহত হলাম! জীবনে প্রথমবার আমি চিন্তা করলাম, মানুষের মনুষ্যত্বের কী মূল্য! ধর্মযাজক হওয়া ইত্যাদির কথা ছেড়েই দিলাম। কেবল মানুষ হওয়ারই কী অসীম মূল্য! কিন্তু তবুও আমার মনে কিছুটা দ্বিধা ছিল, সেই ব্যক্তি সত্যিই ঘরে ফিরে গিয়েছিল কি না—কারণ মানুষের মন বদলে যেতেই পারে। তাই পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলে আমি খুঁজেছিলাম কোনও আত্মহত্যার খবর আছে কি না। কিন্তু সেরকম কোনও খবর ছিল না। দুদিন পরে সেই ভদ্রলোক এলেন এবং বললেন, ''স্যার, আমি বেঁচে আছি। শুধু এটা বলতেই আজ এলাম।" এই বলে তিনি বিদায় নিলেন।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আমি হৃদয়ঙ্গম করলাম যে, ঈশ্বর আমাকে-আপনাকে সকলকে প্রতিনিয়ত কাজে লাগাচ্ছেন। আমরা কি সকলের কাছে আশার প্রদীপ হয়ে উঠতে পারি না?

আরও একটি ঘটনা মনে পড়ছে। আমার স্কুলের এক ছাত্রের অভিভাবক—তিনি পেশায় হাজরা মোড়ের হকার—কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এলেন আর বললেন, ''আর কোনও আশা নেই, ফাদার, আমি আমার জীবন শেষ করে দেব।"

আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করব। কিন্তু দৈব কৃপায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ''আপনার ছেলে কোন ক্লাসে পড়ে?" তিনি বললেন, ''ক্লাস ফোর।" আমি ছেলেটিকে ডেকে পাঠালাম ও তার সঙ্গে পরবর্তী মিনিট পাঁচেক ইংরেজিতে কথা বললাম। আমি যখন ছেলেটির সঙ্গে কথা বলছি, তার বাবা কেঁদে চলেছেন। তারপর আমি বললাম, ''ঠিক আছে, তুমি এখন ক্লাসে ফিরে যাও।" সে চলে যেতে উদ্যত হলে আমি তাকে ডেকে বললাম, ''তোমার বাবা এখানে রয়েছেন, তুমি বাবাকে বিদায় জানালে না?" সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, ''বাই, ড্যাডি!" সে চলে গেল, আর তার বাবা বললেন, ''ফাদার, আমি আর মৃত্যুর কথা ভাবব না, বরং আমার এই ছেলের জন্য আমি লড়ব!"

আমি এ-ঘটনাটির মাধ্যমে যে-বিষয়ে গুরুত্ব দিতে চাইছি তা হল, পরম করুণাময় ঈশ্বর সর্বদাই এরকম নানাভাবে কারও না কারও মাধ্যমে তাঁর কাজ করিয়ে নেন। সেই হল আসল ক্রিসমাস। আমরা কি প্রভুর আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত?

খ্রিস্টীয় তত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বর তথা পিতা, পবিত্র আত্মা ও ঈশ্বর-তনয়—এই ত্রয়ী সর্বদা জগতের প্রতি লক্ষ রাখছেন—যে-জগৎ ইদানীং অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে বলছেন, মানবজাতির বোঝা লাঘব করা প্রয়োজন। যিশু তৎক্ষণাৎ বলছেন, ''অবশ্যই, আমি নিজে ক্রুশবিদ্ধ হয়েও মানবজাতির যন্ত্রণা লাঘবের জন্য সর্বস্ব দানে প্রস্তুত।"

এই হল পূর্ণ আজ্ঞাবহতা। আমরা সকলেই জানি যে আজ্ঞাবহতা এমন একটি মহৎ আদর্শ, সমগ্র বিশ্বে যা নিয়ে অনেক বড় বড় কথা হলেও কার্যত খুব কম মানুষই তার মর্যাদা রক্ষা করেন। কেবল অনুশীলন করলেই উপলব্ধি করা যায়, এটি কত মহান ও কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই যে শিশু যিশুর জন্ম উপলক্ষ্যে আমরা সমবেত হয়েছি—এই শিশুরূপে জাত ঈশ্বরের জীবনে যদি উক্ত আজ্ঞাবহতা না থাকত, আমি-আপনি এখানে থাকতাম না। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে যদি আজ্ঞাবহতা না থাকত, আমরা এই প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হতাম না। যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আজ্ঞাবহতার অভাব থাকত, কোনও অর্জুনকে আমরা পেতাম না। ঈশ্বরের বিশ্বরূপ—তা সকলের দর্শনের কিংবা উপলব্ধির বস্তু ছিল না—তা নির্দিষ্ট ছিল কেবল অর্জুনের জন্যই। অর্জুনের যা

করা উচিত ছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ঠিক তেমনটিই উপদেশ দিয়েছিলেন। অতএব, কোনওরকম ফলের প্রত্যাশা না রেখে কেবল আজ্ঞাপালন করে চলো। ফল অবশ্যম্ভাবী। প্রশ্ন হল, আমরা কি যিশুর মতো হতে পারি? তাঁর প্রতিনিধি হয়ে কলকাতার পথেঘাটে ঘুরে বেড়াতে পারি? আমরা কি আরও বিনম্রভাবে আজ্ঞাপালনের সঙ্গে সঙ্গে অপরের প্রতি আশাবাদী হয়ে উঠতে পারি না?

আমার ধারণা, আপনারা সকলেই জুডাস ইস্ক্যারিয়টের কথা জানেন। তাঁর সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। সেই বছরটা ছিল ১৩৭ খ্রিস্টাব্দ। যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরেও কেটে গেছে বহু বছর—যিশুর সকল শিষ্য, এমনকী জুডাসও তখন স্বর্গে। বলা হয়, সকলে মিলে যিশুর কাছে এসে বলেছিলেন, ''দেখুন প্রভু, আমাদের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। আমরা সকলে পিকনিকে যাই চলুন।'' যিশু বললেন, ''আমি এসব পারব না। পিতার কাছে অনুমতি নিতে হবে।'' যিশুকে নিয়ে সকল শিষ্য তখন স্বর্গস্থ পিতার কাছে গিয়ে বললেন, ''আমরা সবাই পিকনিকে যেতে চাই। আপনি আমাদের অনুমতি দিন।'' তখন ঈশ্বর, স্বর্গস্থ পিতা বললেন, ''ঠিক আছে, অনুমতি দিলাম।''

শিষ্যরা সকলে সব গোছগাছ করে নিলেন। যখন সকলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত, যিশু বললেন, ''তোমরা প্রত্যেকে দুটি করে পাথর নাও।'' সকলেই দুটি করে পাথর নিলেন, কেবল জুডাস নিলেন না। তিনি ভাবলেন, ''কেন আমি বিশাল পাথর বয়ে নিয়ে যাব? এটা হাস্যকর।'' তাই তিনি দুটি ছোট পাথর নিলেন। সমস্ত দিন তাঁরা স্বর্গের ভিতরে পথ চললেন। অবশেষে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। তখন তো পিৎজা বা ওরকম ভাল ভাল খাবার পাওয়া যেত না! তাই তাঁরা যিশুকে জানালেন, তাঁদের খিদে পেয়েছে। যিশু বললেন, ''আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছ? তোমাদের কাছে দুটি করে পাথর রয়েছে। প্রার্থনা করো, ওগুলো রুটিতে পরিণত হবে।'' আর আশ্চর্য ব্যাপার! সত্যিই পাথরগুলো সকলের খাদ্যোপযোগী রুটি হয়ে গেল। কিন্তু জুডাসের ছোট্ট পাথর-দুটি দুটি ছোট রুটির টুকরোয় পরিণত হল। যিশু আবার তাঁদের আজ্ঞাপালন এবং প্রার্থনার কথা বললেন।

এরপর তাঁরা আবার চলতে লাগলেন। যিশু আবার তাঁদের দুটি করে পাথর নিতে বললেন। এবার জুডাস যিশুকে শিক্ষা দিতে চাইলেন। তাই তিনি দুটি বিশাল পাথর নিজের পিঠে চাপিয়ে হাঁটতে লাগলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে ক্ষুধার্ত হয়ে তাঁরা যিশুকে ক্ষুধার কথা জানালেন। যিশু বললেন, ''আমাকে বলছ কেন? তোমরা আমবাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ! কত আম ফলে রয়েছে, এবং তোমাদের প্রত্যেকের কাছে দুটি করে পাথর আছে।'' তখন প্রত্যেকেই গাছে পাথর ছুঁড়ে আম পেড়ে খেতে লাগলেন। কিন্তু জুডাসের পাথর-দুটো বিশাল বড়, তাই তিনি আম পাড়ার জন্য সেগুলো ছুঁড়তে পারলেন না!

গল্পটি খুবই মজার এবং অন্যের ক্ষেত্রে এমন ঘটলে তা ভালই লাগে। আমরা ভাবি, ওঃ! আমরা যদি যিশুর সময়ে থাকতাম, আমরা ওরকম বোকার মতো ভুল করতাম না। কিন্তু না—হয়তো আমরা আরও বিশ্রীরকম ভুল করতাম।

আসলে ঈশ্বরের প্রতি আজ্ঞাবহতার অভাব আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই বৃহত্তম প্রতিবন্ধক। আজ্ঞাপালনের মাধ্যমেই ক্রিসমাস প্রাণ পায়। এই আজ্ঞাপালনই প্রত্যেকের জীবনে নিয়ে আসে আশা, আনন্দ ও সুখ। আর যন্ত্রণা ও হতাশার মুহূর্তগুলিতেই ঈশ্বর আমাদের দিব্য আশায় পূর্ণ করে দেন—যাতে আমরাই যে কেবল এগিয়ে চলার শক্তি পাই তা-ই নয়, বরং অপরকেও সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলতে পারি, সকলের কাছে আলোকবর্তিকা হয়ে উঠতে পারি।